০১৫
011

তারিখ ... 10.2.85
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ

(১ম পৃঃ পর)

নিহত হওয়ার প্রতিবাদে গতকাল (শনিবার) নবাবপুর, বংশাল, নয়া বাজার এলাকার সকল দোকান পাটে সারাদিনব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। অপরাহ্নে বংশাল নয়া রাস্তায় আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় পুরাতন ঢাকার ঘনবসতি এলাকার সকল ছাত্রাবাস বন্ধ করিয়া দেওয়ার দাবী জানান হয়। গতকালের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ৫০ জন আহত হইয়াছে। গুরুতর আহত অবস্থায় নজরুল নামে জগন্নাথ কলেজের একজন ছাত্রকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। আরমানীটোলা ছাত্রাবাসে আগুন নিভানোর সময় হাঙ্গামা চলাকালে দমকলের একজন ষ্টেশন অফিসারও আহত হয়। পুলিশ ৭ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণমতে গতকালের ঘটনা সম্পর্কে জানা যায় যে, এক শ্রেণীর ছাত্রের বলপূর্বক চাঁদা আদায় এবং অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে সকাল ১১টার দিকে নবাবপুর হইতে ব্যবসায়ী ও মহল্লাবাসীদের একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বাহির হয়। মিছিলটিতে বিভিন্ন মহল্লা ও বিপণী কেন্দ্র হইতে আগত কমপক্ষে দশ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। প্রতিবাদ মিছিলটি নয়াবাজারের পথে আরমানীটোলা মাঠের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় মিছিলের উপর প্রথমে ইট-পাটকেল এবং পরে একাধিক হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনায় মিছিলের একটি অংশ উত্তেজিত হইয়া ছাত্রদের একটি গ্রুপকে ধাওয়া করিয়া আনন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের দিকে লইয়া যায়। মিছিলকারীদের আরেকটি অংশ নাঙ্গা তরবারি হাতে লাঠি-রডধারী ছাত্রদের আরেকটি গ্রুপকে মিটফোর্ডের দিকে তাড়া করে। ইহার পর দ্বিপ্রহর ১২টার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতার একটি অংশ আরমানীটোলায় জগন্নাথ কলেজের আনোয়ার শফিক ছাত্রাবাস এবং অপর একটি অংশ ১২ নম্বর ও ৪০ নম্বর নলগোলায় অবস্থিত শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের দুইটি ছাত্রাবাস তছনছ ও পরে আগুন ধরাইয়া দেয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অগ্নিকাণ্ডের খবর পাইয়া পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছিলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

হামলা-পাল্টা হামলায় সমস্ত দোকানপাট এবং বাড়ীঘরের দরজা-জানালা বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় প্রাণভয়ে বহুলোককে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে দেখা যায়।

অপরাহ্নে বংশাল নয়া রাস্তায় ব্যবসায়ী ও মহল্লাবাসীদের এক যৌথ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ওয়ার্ড চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ সোলায়মানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পুরাতন ঢাকার প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব ফজলুল করিম। পুরাতন ঢাকার বিশিষ্ট নেতা মোঃ হানিফ এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড চেয়ারম্যান ও মহল্লার সমাজপতিরা এই প্রতিবাদ সভায় এক শ্রেণীর ছাত্রদের চাঁদা আদায় এবং জুলুমবাজির সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ঘনবসতি এলাকা হইতে সকল ছাত্রাবাস প্রত্যাহার করার দাবী জানান হয়। সভায় নিহত আহমদের হত্যাকারীদের ধরিয়া সাজাদান এবং ছাত্রদের যে কোন ধরনের চাঁদা দাবীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান হয়।

বক্তাগণ অভিযোগ করেন যে, মূল ঘটনাকে এড়াইয়া গিয়া ভিসিআর প্রদর্শনীর অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া তথাকথিত ছাত্ররা 'সাধু' সাজার চেষ্টা করিতেছে। অথচ বিভিন্ন হোষ্টেলে বসবাসকারী এক শ্রেণীর ছাত্রদের নানা ধরনের চাঁদা আদায় এবং চাহিদা মত চাঁদা দিতে অস্বীকার করিলে অত্যাচার-জুলুমে অতিষ্ঠ হইয়া ব্যবসায়ী ও মহল্লাবাসীরা প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হইয়াছে। সন্ধ্যায় সভাশেষে ঘোষণা করা হয় যে, স্থানীয় ছাত্রদের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র লাঠিসোটা লইয়া ট্রাকে চড়িয়া নয়াবাজারের দিকে আসিতেছে। এই ঘোষণার পর সভা হইতে একদল লোক তরবারি লাঠি হাতে নয়াবাজারের দিকে ছুটিয়া যায়। সন্ধ্যার পর আরমানীটোলা ছাত্রাবাসে আবার অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া যায়।

জগন্নাথ কলেজ অধ্যক্ষের ভাষ্য

গতকাল (শনিবার) সন্ধ্যায় জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুল বাশার এক বিবৃতিতে জানান—'অনিবার্য কারণবশতঃ জগন্নাথ কলেজ আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। মালিটোলা ও পুরানা মোগলটুলীর দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা জগন্নাথ কলেজের প্রায় প্রতিটি ছাত্রাবাস আক্রান্ত। বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পুলিশ ছাত্রদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই নেয় নাই। বরঞ্চ আনোয়ার শফিক হলের অগ্নিসংযোগের ঘটনা সম্পর্কে ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক কোতোয়ালী থানায় অভিযোগ দায়ের করিতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং তাহাদের কিছুই করার নাই বলিয়া জানান। পুলিশের নির্দেশে ছাত্ররা হল ত্যাগ করার পর দুষ্কৃতকারীরা ছাত্রাবাস তছনছ ও অগ্নিসংযোগ করে।'

গতকালের ঘটনার সময় পুলিশ ৭ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে। দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যায় সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫০ জন কম-বেশী আহত হইয়াছে বলিয়া একটি সূত্র হইতে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে।

তারিখ ... 10.2.85
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 2

অগ্নিসংযোগের পর জগন্নাথ কলেজ ছাত্রাবাসের একটি কক্ষ —ইত্তেফাক

জগন্নাথ কলেজ বন্ধ ঘোষণা

পুরাতন ঢাকায় ছাত্র ও মহল্লাবাসীর সংঘর্ষে অর্ধশত আহত ॥ ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

পুরাতন ঢাকায় কলেজ ছাত্র বনাম মহল্লাবাসীদের সংঘর্ষ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। সংঘাত-সংঘর্ষের তৃতীয় দিনে গতকাল (শনিবার) মহল্লাবাসীদের একটি প্রতিবাদ মিছিলের উপর ইটের ও হাতবোমা নিক্ষেপের পর বিক্ষুব্ধ জনতা আরমানীটোলা ও নলগোলায় তিনটি ছাত্রাবাস তছনছ ও পোড়াইয়া দেয়। ছাত্ররা হকিষ্টিক, লাঠি, লোহার রড এবং প্রতিপক্ষ মহল্লাবাসীরা নাঙ্গা তরবারি হাতে নবাবপুর, বংশাল, নয়াবাজার, আরমানীটোলা এবং আশপাশ এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। জগন্নাথ কলেজ ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। ছাত্রদের অবিলম্বে হোষ্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বলপূর্বক চাঁদা আদায় এবং ছাত্রদের হাতে একজন মহল্লাবাসী

(২য় পৃঃ দ্রঃ)